প্রথম প্রকাশ
আষাঢ়, ১৩৬৫
প্রকাশক
যতীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত
বাঙ্ময়
৪৬/১, হালদারপাড়া রোড
কলকাতা-২৬
প্রচ্ছদপট
মনীন্দ্র মিত্র
মুদ্রক
কার্তিকচন্দ্র দে
শ্রীকমলা প্রেস
২৭, কৈলাস বোস ষ্ট্রীট
কলকাতা-৬

শ্রীমতী রেবা বসুকে

জীবন-সম্পর্কিত

(রেবা বসুকে)

হয়তো সত্যিই তাই, এ জীবন-সম্পর্কিত
বড় কোন কথা নেই, নেই কোন গল্প বা সঙ্গীত
ছোট্ট এক জীবনের খণ্ডিত মহিমা
তাই দিয়ে সাঁইত্রিশের সীমা
উত্তীর্ণ হয়েছি আজ। কখনো হইনি কোন সংগ্রামে বিমুখ
ধ্বংসের দস্যুকে রুখে সাধারণ সুখ
বপনের আকাংখায় হয়েছি কাতর,
বসন্তের মধু স্বপ্নে মাঝে মাঝে কল্পনা-আতর
ভরিয়েছে মন প্রতিদিন!
তাই ত, উঁচিয়ে ধরে রেখেছি সঙীন।
সমাজ শাসন করে বটে, বটে!

সংসার-সমুদ্র-তটে
আমি ত' রয়েছি বেঁচে, সে প্রত্যয়
রেখেছি জড়িয়ে এই মমতার স্নিগ্ধ পরিচয়
ছেঁড়া জামা গায়ে দিয়ে,
রিক্তমনে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জের লাইন সাজিয়ে।
জীবনের মধু খুঁজে তবু বাঁচি
তোমাদেরই ঘুরে ফিরে সুধার প্রত্যাশী মৌমাছি।

বাইরে ডেকেছে কে? কে আমাকে নিমন্ত্রণ করে?
বসন্তের মন্ত্র ফোটে বনে বনান্তরে?

আকাশে জোনাকি তোলে আলোর উদ্গীত
সব হার শেষ হলে তবু কোন জিত
ডাক দেয় ইসারায়
কিন্তু তবু, বলো, বলো সেই অলকায়
গেছি আমি?
তার চেয়ে ঢের ভালো হে আমার, তোমার গোলামি।

এখানে তোমার সুর, জীবনের আশ্চর্য সংগত!
খোকাখুকু, দৈন্যের দেওয়ালী: তবু মরকত
নীলা জ্বলে আশ্চর্য্য অদ্ভুত,
তাই সব ফেলে বুঁদ
হয়ে শুনি সেই সংসারের আশ্চর্য মধুর
তোমাদের সোহাগের নহবতে সুর।

প্রেম

তুমি ত' আসোনি দখিন হাওয়ায়—ফুলের গন্ধে গানে,
তুমি ত' আসোনি হাতে হাত রেখে আলতো ছোঁয়ার স্বাদে।
কাণে কাণে কথা, প্রাণে প্রাণে চাওয়া, কিম্বা চোখের টানে,
তুমি ত' রাগের আবির রাঙিয়ে দাওনি আমার সাধে।

যদিও ছিলাম প্রত্যাশী হয়ে ক্ষুধিত লালসা নিয়ে,
যদিও তোমার পায়ের ঝুমুরে ঝিঁঝিটের প্রলোভন
কাতর করেছে যৌবন দিন। কত না স্বপ্ন দিয়ে
মুড়েছি তোমার আগমন-ক্ষণ কল্পনা দিয়ে উন্মন।

তবু জানি সখি. ব্যর্থ হয়নি আমার এ প্রত্যাশা
প্রেমের নর্মে আমার মর্মে করনিক' পদপাত ;
এসেছো ছদ্ম-পোষাকে, শুনেছি তোমার কঠোর ভাষা
নরম ত্বকের ছোঁয়াচ বদলে টুঁটিতে রেখেছো হাত।

টেনে নিয়ে গেছ তোমার প্রীতির নবীন কুঞ্জবনে
নব চেহারায় তোমাকে দেখেই হেঁটেছি অনেক দূর
বুঝেছি প্রেমের রূপের বদল, নূতন গুঞ্জরণে
নূতন বীণায় নব তান মান, নব নব লয়, নূতন সুর।

তুমি যে এসেছো মেসিনের রূপে, যন্ত্রদেহের ছন্দে,
তুমি যে তোমার প্রেম ছড়িয়েছো কাজে ও কাজের জয়ে,
পতিত পীড়িত অবহেলিতের এসেছো হাতের পদ্মে
তুমি যে এসেছো শ্রমিকের কাছে প্রেমিকা, মানসী হয়ে।

কোন বিলাসবতীকে

জানি জানি তুমি আগুন ছড়াবে বনে,
তাই মনে মনে ভীরু তন্বীকে ডাকি,
নতুন ভয়ের আধোছায়া আধো প্রীতি
পাবার আশায় সেই বহ্নিকে রাখি
হৃদয়ে আটকে বন্ধ করতে,—কিন্তু সে চঞ্চলা।
লক্ষ্মীর সাথে বড় ভাব তার আন্তরিক,
ব্যাংকে কতটা রসদ রয়েছে, সেই অংকের স্থানে
বলে—এবার তোমার মূঢ় অন্তর ক্ষান্ত দিক!

হে প্রেম তোমাকে বিলাসবতীও জানার পর
কল্পনা করে কত না আদুরে নামে ডাকি,
তুমি শুধু হাসো মুখ টিপে টিপে নীরবতায়
আমার পত্র নিয়ে যাই তবু খামে ঢাকি।
অর্থনীতির দস্যুর হাতে ধরা প'ড়ে তুমি
ভুলেছো মমতা, বুকের পাঁজরে আগুনকে;
ক্যাশের সুরভি ফুলের বনের মৌতাতে
ঘুণ ধরিয়েছে, নিভিয়ে দিয়েছে ফাগুনকে।

উৎসর্গ

যদিও তুমি এখান থেকে রয়েছ দূরে,
কাব্যে তবু তোমাকে শুধু গড়াই ;
যদিও তুমি কৃপণ মনে জানো না কিছু—
কাব্য লিখে তোমাকে আগে পড়াই !

তোমাকে মনে রেখেছি প্রেমে এঁকেছি বুকে ;
গাছে সবুজ নিবেদনের সর্তে
আমার হয়েই ফাগুন-লিপির দৌত্য
তোমার কাছে করেছে নতুন অর্থে !

ধরা ছোঁয়ার বাইরে তুমি—যদিও জানি—
যদিও তুমি আমাকে দেখো—পর তো !
তোমাকে ঘিরেই রচনা তবু কাব্যের,
তোমাকে নিয়ে গড়তে যে চাই স্বর্গ।

যে তুমি আমার হৃদয় এবং প্রেমকে
করোনি গণ্য, করোনি কভু ধন্য,
তোমার পথেই বিছিয়ে দিলেম তবুও
আমার বুকের পুষ্পিত লাবণ্য।

তোমাকে দিলাম যদিও আমার সকলই,—
মর্ম দিয়েও পাইনি তোমার স্পর্শ,
তোমাকে দিলাম—তোমাকে দিলাম, তবুও—
জীবন-দহের মৌসুমী উৎকর্ষ।

আমার স্ত্রী

তোমাকে দেখেছি কবে মহীয়সী ঐশ্বর্যে সৌরভে—
স্বাচ্ছন্দ্য বা খুসিঘেরা অনিরুদ্ধ উদ্দাম উল্লাসে,
চুলের পতাকা মেলে দিব্যস্বাদে একান্ত উজ্জ্বল,
বর্ষার ঘাসের মতো টকটকে সতেজ সবুজ,
কিম্বা এই শরতের গাঢ়নীল আকাশের মতো,
অথবা বসন্তবনে জীবনের সোচ্চার প্রকাশে ?

দুহাতে রুখেছো দস্যু—অভাবের দারিদ্র্য-দানব,
কতদিন অনশনে হাসিমুখে বাসাংসি জীর্ণানি
দিয়ে শুচিস্মিত বরতনু রেখেছো মহান করে ।
দিবসে সংগ্রাম সুরু ;—সংসারের চাকরাণী যেন ।
ন'টাতে স্বামীর ভাত, ছেলের স্কুল, অন্ধ শ্বশ্রূর
সেবা সেরে হয়তো বা দুপুরে সেলাই, তিনটেয়
জল এলে বাসনের কাঁড়ি মাজা, ক্ষার-সিদ্ধ কাচা ঃ
সন্ধ্যায় হিসাব মত বাঁধা কাজ, স্বামী-পুত্র-ঘর ।
তারপর রাত এলে—স্নিগ্ধস্বর—'কি গো, ঘুম এল ?'

আকাশ

খোলা থাক জানলাটা।
তোমার ও-আকাশের ফালিটুকু রোদে ম্লান মেঘে ফাটা;
তবু সে স্নেহের নীলে, অরণ্যের ছায়ার সবুজে
আশীর্বাদ ছিটে ফোঁটা ছড়ায় না বুঝে।

মনের জানালা তাই খোলা থাক। খোলা রেখে দিও
আবেগে-আতুর চিত্ত, যখনই বিকল নিস্পৃহ
জগতের হলাহল পান করে যখনই অচল
তখন সে ভাঙাভাঙা মেঘ থেকে জল
হয়তো কামনা করে তোমাকেই করবে মহান্—
তোমার আকাশ থেকে ঝরবে বা গান!

যখন দিনান্ত ধরে পণ্ডশ্রম সফরের শেষে
ফিরবে তোমাকে দেখে, বিদ্যুতের ছলে হেসে
ছড়াবে হয়তো তুমি একটু আগুন,
হয়তো উদ্দীপ্ত হবে নিরুত্তাপ তূণ!
জীবনের জঞ্জালের জমে গেলে গভীর জংগল
তখন হঠাৎ দেখি তোমার আকাশে ফোটে শান্ত শতদল
তোমাকে আশ্চর্য ঠেকে, জীবনের সব অপমানবোধ
দূরে যায়। প্রাণে বাজে তোমার আকাশ থেকে
আনন্দের প্রসন্ন ন'বত!

অমৃতনিষ্যন্দী

একটু সময় দিয়ে পারো নাকি আমাকে ভুলাতে
সময়ের সুরভিত অভিরাম স্নিগ্ধ শুভ্র যুঁই ?
দু-এক কথায় কলি প্রাণের আরাম ছুঁয়ে ছেনে
ধরো না কানের কাছে, কথার অমেয় সেই সুধা ।

তোমার প্রেমের রাজ্যে আমাকে করিতে দায়ভাগী
পারো নাকি পারো নাকি ?   তোমার বিলোল দৃষ্টি-শরে
অন্তর অরণ্য জেনে অমৃতের করিতে মৃগয়া
কুণ্ঠা কেন ?   কেন বল নৈরাশ্যের কম্পিত সংশয় ?

নির্জন নিস্তব্ধ রাত্রে জ্যোতির্ময় নক্ষত্রের মতো
তোমার আলোর থেকে এককণা আলো যদি দাও,
তোমার গানের থেকে সুর যদি আমাকে বাজায়—
কেন বা সংকোচ তাতে, কেন তুমি অবহিত নও
অমৃতনিষ্যন্দী প্রেম তোমার অক্ষয় পদ্ম থেকে
কল্যাণ-পাপড়ি এক দাও না আমাকে তুমি, দাও ।

সুরভি

কেন কেন এ আকাশে আলো তুমি মুছে দিতে চাও?
কেন তুমি বসন্তের আশীর্বাদ দুহাতে ঘোচাও?

আকাশে সূর্যের রঙ, নীচে তার মরকত মায়া
তোমার দু চোখে দেখি তারই প্রতিচ্ছায়া!

বাইরে শরৎ জাগে, কি লেখে সে আকাশে প্রান্তরে,
নামে তার মন্ত্র দেখি তোমাকে জড়িয়ে এই ঘরে।

তুমি যে এখনো আছো এ প্রত্যয়, এ সুরভি
ফুলের পাপড়ি দিয়ে মূঢ় মন আজো আঁকে ছবি!

সংসার লোকের ভিড়, প্রত্যহের গোলামি ও ক্ষুধা,
তবু তুমি উঁচু সুর, নীলাকাশ, জীবনের সুধা!

অমৃত যন্ত্রণা

আমার ত' কিছু নেই, আমি রিক্ত তোমার দুয়ারে।
জানি জানি তোমার অজস্র আছে তাই বার বার
কি তুমি বা দিতে পারো, কি তোমার উদার দাক্ষিণ্য ?
আকাংখা ও সংকোচের এই ভীরু দুটি হাত ভরে
দিতে তুমি পারো নাকি তোমার অমেয় সুধারস,
তোমার অক্ষয় প্রাণ, অতনুর বিলোল চাহনি ?
আকাশের নীলে নীলে যে লিপির গোপন ইংগিত
তারই ছিন্ন পত্র-লেখা, এতটুকু প্রেমের স্বীকার ?
কিম্বা ধূর্ত মধুঋতু যে মধু দিয়েছে তার কিছু ?
তোমার অজস্র আছে—তাই থেকে যদি কিছু দাও
এ বঞ্চিত বাঞ্ছিতের ধন্য প্রাণ অমৃত আস্বাদে।
মধুক্ষরা জীবনের তূণ জানি শূন্য হবে নাকো।
ফুলশর যদি হানো দগ্ধ দীর্ণ এই শুক্‌নো প্রাণে
ফোটাও আবার ফুল, আলোহাসি, অমৃত যন্ত্রণা।

মৃত্যু ও তার আগে

মৃত্যুকে মৃত্যুই জানি
তাই সকালে সূর্যেরও আগে
পরিক্রমা সুরু করি ; যখন
নিস্তেজ রোদে স্বর্ণকল্প জরির শাড়ীতে
গোধূলি ঢাকেন মুখ, সূর্য যান পাটে,
ক্লান্ত কাক চঞ্চু আর ডানা ধুয়ে নীড়ে ফেরে,
—তখনও দুহাত দিয়ে অমোঘ মৃত্যুকে রুখে
কল্যাণ কুড়োতে ছুটি, কোথাও প্রত্যহ-মংগল,
তোমার আমার আর আমাদের ছেলে মেয়েদের

মৃত্যুকে মৃত্যুই জানি।

তাই ঘরে ফিরে, ক্লান্ত গরু, জাবর চিবোই।
তুমি যে প্রত্যাশী আছো, প্রতীক্ষা-কাতর,
ঘন চুলে এঁকে নিয়ে রাতের আকাশ
কপালের রাঙা টিপে জাগর তারকা
কে তার খবর রাখে ?

না, না, সে ত' ভুল !
মৃত্যুকে মৃত্যুই জানি,
তবু জানি সে মৃত্যুরও আগে তুমি,
সংসার-শাসন, মমতা ও স্নেহের খোরাক ;
জগৎ-জীবন, প্রীতি, প্রেম।
হোক না মৃত্যুই মৃত্যু, কি তাতে বা ক্ষতি ?

হে প্রেম ঃ সোনার হরিণ

আজকে তোমায়, হে প্রেম, বলো কোন অলকায় খুঁজি ?
দশটা থেকে পাঁচটা বেলা—লালফিতেকেই বুঝি।
কোন্ প্রেয়সীর মনের কোণে বুকের বীণায় বাঁধা,
হে প্রেম তুমি ? ছিলে কোঠায় রুদ্ররাগে সা রে গা মা সাধা
শেষ ক'রে যে দুচোখ মেলে—চাইবো আকাশনীলে
মোহনমন্ত্রে অকারণের কি সুর-মিছিলে
তোমার যে ডাক ভেসে বেড়ায়—আমাকে ছোঁড়ে ফুল,
দিনের রুজি খোঁজার আমি মাটির যে পুতুল !

হায় ওরে প্রেম—তবুও তোর চিঠি রোদের আলোয়,
চিকণ কচি পাতায়, দীঘির জলের আলোয় কালোয়,
বাতাসে তোর গানের লগ্ন, মাটির ঘরে স্বপ্ন-ঘেরা জরিণ,
দিনের ভাত ভুলিয়ে আমায় ডাকে সোনার হরিণ।

মৃত্যু দিয়ে মৃত্যু মোছো

মৃত্যুকে চিনেছি আমরা। নানান্ সড়কে
করতালি দিতে দিতে বিচিত্র আবেশে
অকস্মাৎ তুলে নেয়; হয়তো ঈষৎ কান্না,
হাহাকার, নয় কিছু শোকের গুমট।
জীবনের সমস্ত দিবসে উদয়াস্ত খাটুনির পর
দানা খুঁটে সোহাগ-নিমীল নীড়ে ফিরতি বেলায়
বেনের আদেশে কিম্বা প্রভুর ইঙ্গিতে
ছোঁ মারে হঠাৎ মৃত্যু,
গতানুগতিক বড়, তবুও করুণ।

প্রাণের এ অপচয় মুছে দিতে
মৃত্যুর যথার্থ রূপ খুলে দিয়ে
বেনে ও প্রভুকে রুখে জীবনের এ বাজে খরচ
বাঁচাতে যে মৃত্যু আনে
মৃত্যু বুঝি জয় করে সে-ই।
মৃত্যুর হিমানী দিয়ে অমরত্ব লিখে যায়
অফুরন্ত জীবনের পাতায়, তখন
মৃত্যু মুছে যায় ঠিকই, মোছে না সে অমর শহীদ!

হে আকাশ

আমাকে নাও না করে হে আকাশ, তোমার সভায়,—
নীরব সভ্যের এক দান সংখ্যা বাড়াও না তুমি
তোমার উদারক্ষেত্রে—এ মর্তের অধিবাসী এক
দাও না আশ্রয় তাকে—যে কখনো জানে না ছলনা,
কখনো নিজের প্রাণ অপরের স্বার্থলুব্ধ করে
করেনি শিকারলক্ষ্য, বেলোয়ারী রাষ্ট্রের যাঁতায়
সুবিধার ঝুলি নিয়ে কুড়োয়নি কাঁচের বাহার,
নকল হীরের শুভ্র বিচিত্রিত মরকত নীলা।

হে আকাশ করো করো—আমাকে তোমার সভাকবি,
তোমার যে অনাহত চিরন্তন সুরের লহরী
আমার প্রাণের বীণা ধন্য হোক সে রাগিনী ছুঁয়ে,
অনবহিত এ আকুতিকে করো না বিহ্বল যেন।
তোমার ঐশ্বর্য থেকে এক কণা, পদ্ম থেকে এক
অক্ষয় পাপড়ি দাও, অমেয় অমৃত দাও, ধনী।

জার্ণাল থেকে

কৃষ্ণচূড়া—১

রুক্ষধূসর পথে ও পথের ধারে
লালে লাল আজ কৃষ্ণচূড়া
এই মন আজ—কলঙ্ক গ্লানিতে
জর-জর তবু, মোহন চূড়া
মাথায় করবে বলেই বুঝিবা
তাকায় সেদিকে, বৈশাখের
রুদ্র রৌদ্র অবহেলা করে
ফুল তোলে তবু ঐ শাখের !
আপনি এ ফুল ফুটেছে অযত্নে
পীচ ঢালা পথে, নিদাঘ-তাপে
বিনা প্রয়োজনে সুরভি রেণুতে
পত্র-লেখা যে আবছা কাঁপে !
যত কেন মন টাকায় আনায়
পাক থাক—তবু পাথনায়—
রঙের যে ছোপ সৌরভ আঁকে
তার কাছে কোন ফাঁক নাই !

অশ্রু—২

এবার বুঝি মনের দোরে বর্ষা এল
স্বপ্ন মেলে কালো হাতীর বৃংহতি,—
যক্ষ-মানস অলখ ছোঁয়ার অলকা চায় ?
আসেই ফিরে আবির-রাঙা দিন যদি !
কিন্তু দেখি ঘরের চালে হোগলা নেই
কালো আকাশ বিরামহীন জল ছড়ায়—
কান্তা কোথায় ? রূপোর কান্তি কাগজ মোড়া,
দুঃখ হরণ টাকা নামেই ফল ভরায়।
তার বিরহে কাঁদছি বসে—আকাশও কি
আমার শোকে আমার দুখে হাত মিলায় ?

সময় ও অসময়ে—৩

হঠাৎ আশ্চর্য হই বাহারে ফুলের রঙে
সুরভিত অপূর্ব বিন্যাসে
হঠাৎ স্মরণ হয়, কালো রাত শেষ হলে
ঝকঝকে লাল দিন আসে !

এখন বাগান শূন্য, ফুল নেই, শোভা নেই
পাখিরাও হয়েছে উধাও
সময়েই বন্ধু সব—অসময়ে কেউ নয়
এই কথা কাকে বা শুধাও ?

মদির চেয়েও জোরালো—৪

যদি কিছু নাই দাও—
যদি কিছু দিতে নাই পারো,
নাই বা সে দিবে তুমি
নেই কোনো প্রয়োজন তারও।
শুধু তুমি মুখে কোনো
বলো নাকো কথা কোনো দিন
চোখের ইসারা মুছে
করো তুমি সোহাগ বিলীন!
তবু তা প্রকাশে যেন
কোনো মতে কখনও না হয়—
কখনো জানে না যেন
মূঢ় এই আমার হৃদয়!
চকোর জ্যোছনা চায়,
পিপাসার এ কোন্ ওষুধ?
তবু সে সত্য জানে না সত্য
নেশাতেই হয়ে থাকে বুঁদ।
আমাকে দিয়ো না কিছু
কোনো দিন ধরো নাকো হাত,
তবু স্বপ্ন ভঙিও না
টুটো নাকো আমার মৌ'তাত!

নাইট ডিউটির প্রাক্কালে

কি এমন অসময়ে ?   বুঝবে না কক্ষণো তুমি তা।
বিকেল গড়িয়ে গেছে, আকাশ খুলছে তার খোঁপাটি
গেরুয়া রঙের শাড়ী এঁটে নিয়ে সাঁঝ বউ, হাতে নিয়ে দোপাটি
দাঁড়িয়েছে দরজায়।   এখন কি করে টানি ভূমিকা।
কবেকার ফেলে আসা জীবনের এবং সে জীবনের
প্রণয়ের ?   মুছে গেছে সেই সব অনুভূতিগুচ্ছ
ভুলে যাওয়া সাগরে তা স্মৃতির দ্বীপের মতো তুচ্ছ ?
ছিন্ন সে পাতাগুলি জোড়া কেন মমতার সীবনেই ?
কবে যে শ্রাবণ এসে ছল করে ভিজিয়েছে কবরী
কবে বা শরৎ হেসে আকাশের নীল থেকে নীল নিয়ে
এঁকেছে ডাগর চোখ, সে কথা ত' বিস্মৃতি-খিল দিয়ে
করেছি বন্ধ করে !   ভুলে গেছি,—ভুলেছি সে খবরই।
তোমার হাতের চায়ে সুরভিবাহার সেই মৌতাত,—
তোমার জীবন ঘিরে স্বপ্নের ছোঁয়া আনা যাদু সেই—
ভাবিয়েছে তুমি ফুল, নিজেকেও প্রজাপতি আদুরেই।
....এখন সময় কত ?   ঘড়ি নেই ?   সন্ধ্যা গড়িয়ে এই রাত !
তোমার মনের ভূত তাড়াতে সে-চেষ্টা কি ?   বলো কার
লাভ আর লোকসান ?   তোমার বিরাগরাঙা চেহারায়
মোহের আবির ছুঁড়ে বার বার পণ থেকে কে নাড়ায়
বিরহী যক্ষের মতো বলেছি—তুমি রাণী অলকার !
সেদিন কোথায় বলো ?   জীবন এগিয়ে চলে, আমিও—
তুমি কি এসেছো আজ,—সেই তুমি, যক্ষের প্রেয়সী ?
এখনি বেরোতে হবে রাত্রের শিফটে—আজকে যে শ্রেয় সেই !
ক্ষমা করো, তোমার পাওনা থাক জীবনের পানীয়।

কেন ?

তোমার দু চোখ থেকে দূর করো আলোর ইসারা,
উন্মত্ত কপোল থেকে মুছে ফেলো বসন্তের ঠাট,
পত্রলেখা তুলে নাও, বন্ধ করো মনের কপাট,
ব্যাকুল প্রেমের ভূত ঘুচুক না ব্যর্থ দিশাহারা।
আকাংখার তূণ থেকে সুনিশ্চিত নিপুণ বিশিখ
হেনো না হেনো না এই রোদে পোড়া ক্ষুধার কংকালে
যে বনে বসন্ত নেই সেখানে কি মিথ্যা রং জ্বালে ?
ফুল ছুড়ে ভুল কেন ? অন্ধকারে নিভেছে প্রেমিক।

প্রেম ? সে ত' পলাতক, বহুদিন ফেরারী আসামী।
বসন্তের ধ্বজা হাতে বন থেকে বনান্তরে বসিয়েছো হাট,
কি এক প্রসন্ন চিঠি সম্বোধনে কি যেন কি পাট
মৃতপত্র তরুতলে রেখে গেছো সোণালী বাদামি
থোকো থোকো ঝরা ফুলে, কবেকার সোহাগ মদির
হৃদয়-ঐশ্বর্য দিয়ে মরা মনে কেন এই তীর ?

হাওয়ার স্বপক্ষে ও বিপক্ষে

কত দিন ? আর কত দিন ?
প্রেমের এ প্রত্যাশা শেষে নবীন দ্যুলোকে
তারার অমেয় আলো, অমৃত যন্ত্রণা শেষে
আশীর্বাদ কতদিন আর ?
তুমি যে বকুল ফুল। বৎসরান্তে বসন্ত বাতাসে
একবার গন্ধকীর্ণ উদ্যানে হাওয়ায়
উড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ো।
তুমি যে সমুদ্র-ঢেউ, রোদে বা জ্যোৎস্নায় জানি
অপূর্ব বিলোল ঢঙে বেলাভূমে
শুভ্রফেন চূর্ণ চূর্ণ কাঁচের মতন
গুঁড়ো হয়ে যাও।
তুমি নিশিপদ্ম। অতল দীঘিতে ফোটা
শিশিরের গান শোনা, হাওয়ায় হাওয়ায় কাঁপা
যৌবন-বেদনা মূর্ত বুঝি।
অনেক উল্লেখে তবু তোমাকে পাইনি কাছে।
কতদিন ? আর কতদিন ?
তারপর দিন বদলের পালা। হাওয়া গেছে ঘুরে।
যুদ্ধের কৃপায় গায়ে আলগোছে কালো রঙ্ মেখে
করেছি লাখের বেশী।
লেকে বাড়ী, অভিরাম গাড়ী,
যা কিছু লৌকিক কাম্য।
আজ চিঠি এল নীল খামে।
সেই তুমি—বসন্তে বকুল ফুল, সমুদ্র-জাগর ঢেউ
স্নিগ্ধ নিশিপদ্ম ! প্রত্যাশাকে দুপায়ে মাড়িয়ে সেই তুমি !
তুমিই লিখেছ—কতদিন, আর কতদিন
বিরহিনী প্রিয়াকল্প
দারিদ্র্যের অলকাপুরীতে কাটাবেন কাল।
এখন হাওয়ার স্বপক্ষে বুঝি আমি ?

কৃপণ

হঠাৎ কার্পণ্য কেন? একদিন দিয়েছি ত' ঢের
চাইনি ফিরিয়ে কিছু। তবু কেন হীন সংকোচের
কুণ্ঠায় সংক্ষোভে ম্লান? অফুরন্ত তোমার হৃদয়
দাওনা উজাড় করে যত্রতত্র—তবু কোনো পরজয়
হোবে না আমার প্রাণ। তোমাকে যে দিয়ে গেছি সব
সেই ত' আমার গর্ব, সে আমার পরম গৌরব।

সূর্য যে অজস্র দেয়, মেঘে মেঘে বর্ণের সংকেত
যে মেঘ যেমন থাকে, কেউ রক্ত কেউ নীল, শ্বেত,
গোলাপী বেগুনী কেউ, হল্‌দে রাঙা নানান্ রঙের
রূপ ধরে বিশ্বলোকে, লিপি লেখে স্বর্গীয় ঢঙের।

আবার যখন দেখো কৃপণ আকাশ কুণ্ঠা ভরে
মেঘের থলিতে করে সে-সোনার রঙ ধরে—
বিশ্বজন পশ্চিমের প্রান্তে চেয়ে কৃপণ আকাশে
হানে তীব্র অভিশাপ, আর শুধু মনে মনে হাসে:
অক্ষয় সূর্যের দান ঢেকে রেখে নিজেরই ত' ম্লান
রূপ ধরে তোলে, তবু হীন নয় যে সূর্য মহান্।

বেকারের নাম লেখাতে গেল যে একটা দিন

হাওয়া শমশম রাত্রে দেখেছি ঝরে শিশির,
চুপি চুপি যেন গাছের শাখারা কি কথা বলে,
ফাঁকা আকাশের নীলিম নদীতে মেঘ রঙের
নৌকায় কোন স্বপ্ন বুঝিবা হারিয়ে যায় !
হৃদয়ের দেশ ছেড়ে কোন দূরে কোথায় যেন ।
আজ সারাদিন দেখেছি সহরে কত লোকজন
গ্রামের মেলায় জমায়েৎ বুঝি—প্রতি পথেই
ব্যস্ত সমস্ত হাফ সার্ট গায়ে, চটি পায়ে—
ছুটছে জীবন খুঁজতে কিংবা বাঁচতে কি জানি
আমিও ওদের নাগাল ধরতে গেছি যে ভাই ।
এ পোড়া আকাশে রোদের লিখন কি সুন্দর—
পিচপথ পাশে কৃষ্ণচূড়ার লাল বাহার,
মনে গাঁথে প্রেম চমক হানে যে অকস্মাৎ
হায়রে ! এখানে রাজধানীতেও দৃশ্য এই !

পোড়া পেটটার কাঁদুনি থামাতে বের হলাম ।
এম্প্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জের লাইনে থেকে
বেকারিয়ানার নাম লেখাতেই দিন কাটে ;—
খল খল খেসে প্রশান্ত দিন কোথায় গেল ঃ
কৃষ্ণচূড়ার ফুলের বর্ণ খুন খারাপি—না ?
বুকের মধ্যে কত না এ ফুল কুঁড়িতে ঝরে !

কাপড়ের কনট্রোলের লাইনে দাঁড়িয়ে

টুকরো আকাশ আর বেতসীর খণ্ডিত সুবাস,
কাঁচা গ্রাম—ভেলভেট-মখমলে সবুজে সবুজ,
করদ-নদীর জলে বান আসে, ঢেউ তোলে সুর
সে যেন নতুন গান ষোড়শীর চঞ্চল যৌবনে—
স্বপ্নপায়ী ভ্রমরের অবারণ গুণ গুণ গুণ :
ভিড় নেই, ব্যস্ত নয়, এমন সহজ পরিবেশে
ধরো যদি ধরা দেয় তোমার বুভুক্ষু কোনো মনে,
হাজার প্রত্যাশা শেষে ধরো যদি অত্যাশ্চর্য ফোটে—

আরো কিছু ধরা যাক। নিবিড় মেঘের রাতে ধরো যদি
তোমার দুর্লভ জন কাছে বসে রবিঠাকুরের
'কি পাইনি তার হিসাব মিলাতে মন মোর' গায়—
শতাব্দীর আশীর্বাদে সব যদি এক হয়ে দেখো
মন থেকে উড়ে যাবে। কাপড়ের কণ্ট্রোলে লাইন····
বৈবস্ত্র তুলোর স্বপ্নে ভিজে মন থাকবে বিভোর।

ইতিহাসে এত 'পা দেওয়া' যে

দিন-বদলের হাওয়া সুরু জানি,
বন্ধু, তবু ত' ক্ষান্তি নেই—
সকাল সন্ধ্যে কর্ম-কঠোর
ফাইলে বন্দী ; ক্লান্তিতেই

শরীর ভাঙে যে, তবু চোখ তুলে
আকাশের নীল অবগাহন—
ব্যংগ হয়তো ? নয়কো তা ভাই।
আফিস ক্লেদের শব দাহন।

দশটা-পাঁচটা যাঁতা-কলে ধরা !
কিন্তু আমি যে প্রত্যুষেই
প্রস্তুতি নিয়ে বন্ধ করি ত' মনটাকে।
অফিস-ভাবনা ? শত্রু সেই !

সাতটা তিরিশে হাওড়া লোকাল,
দেরী হয় তবু কি জানি ঢের।
তখনও শালিখ রোদ মেখে গায়ে
খাবার খুঁজতে হয়নি বের ,

আমি ছুটি তবু চোখ-প্রাণ-মন
চারিদিক থেকে নিই তুলে,-
কোথায় সূর্য আদুরে ছোঁয়ায়
ফুলের কুঁড়িকে দেয় খুলে !

তবুও বন্ধু জানতাম ঠিক
মানবিকতার মর্যাদায়
বাঁচতে চাইছি, এর জন্যেই
জন-সাধারণ কর যা দেয়—

তার কথা বসে ভাববো, বন্ধু,
সময় কোথায়? প্রত্যহই
ফাইলের এই সিভিল গারদে
বাঁধা থাকা ছাড়া কথ্য নেই!

পাঁচটার পর বের হলে দেখি
রোদ চলে গেছে অভিমানে
রাত্রি ন'টায় ঘরমুখো গরু
মনে মনে কত ছবি আনে।

দিন-বদলের হাওয়ায় দুলছে
সমাজের ছেঁড়া চাঁদোয়া এ!
জানি পাবো দাম, ক্রান্তি কড়ায়
ইতিহাসে এ ত' পা দেওয়া যে

চাকরী

তোমাকে খুঁজেছি হাওয়ায় আকাশে স্বর্গে,
বনানীর ঘন সবুজ শ্যামল স্বপ্নে ?
মাটিছাড়া কোন্ তুরীয় নীলিম প্রশ্নে ?
না গো সখী নয়—তোমাকে খুঁজিনি
বাস্তবতার ঊর্ধ্বে,
খুঁজেছি এখানে মর্তে,—
এই ধূলিমাখা ধরণীর এক প্রান্তে
ড্যালহৌসির গগন চুম্বী প্রাসাদের কোনো রন্ধ্রে ;
জীবনাস্বপ্ন বর্জন করে তবুও
তোমার মেদুর স্পর্শের তরে উন্মাদ !
তোমার দুচোখে উন্মন কোনো ইসারা
করুক আমাকে বিকচ-কাতর-বিহ্বল,
অলখ ছোঁয়ায় তোমাকে ভেবেছি মননে—
জাগরণে আর নিদ্রায়,
দিবসে এবং রাত্রে
তোমাকে চেয়েছি, তোমাকে ভেবেছি,—তবুও
তোমার পায়ের নূপুর শুনিনি কখনো।
তুমি দুর্লভ ;
লক্ষ্যভেদেও প্রাপনীয়া নও, জানছি।
ধন্য তোমার অভিমান সখী, ধন্য।
তোমাকে পাওয়ার মিথ্যা চেষ্টা আর না,—
এই শতকের দস্যুর হাতে
অংকশায়িনী আর্যা !
তোমাকে তবুও চাই যে আমার—
তাই, বসে দিন গুনছি !
কখন সে-ক্ষণ আসবে দুয়ারে
অম্বুদনাদে কম্বুর ডাকে
তোমাকে বরণ করবো ?

মেসিন

কবে যে ডেকেছি কাছে কোন্‌ক্ষণে পরম সোহাগে
কথার উৎসব গড়ে অনাবিল আশ্চর্য কৌতুকে,
কোমল স্নেহের স্পর্শে বুকে ধরে আদরে ও সুখে,
ফুলের মতন ফোটা স্নেহ দিয়ে তপ্ত অনুরাগে
কাছে টেনে সজিয়েছি তনু তব প্রণয়ের ফাগে!
তোমার সঙ্গীতে, প্রেমে, হৃদয়ে ও মুখে, বুকে বুকে
স্পর্শন চুম্বন রেখে একান্ত গোপন দুঃখে সুখে
মিশিয়ে দিয়েছি সুর আপনার তোমার সোহাগে।

আবিল আকাশে ঠেকে তোমার মুকুট। লোহা ঢাকা
প্রাণের প্রান্তরে—চুমা আল্পনার এঁকেছে কমল,
হৃদয় গলিত ধূমে প্রেমের এ-লগি দিয়ে তল
হয়তো পেয়েছি খুঁজে, তাই এই প্রেমের পতাকা
তোমার উদ্দেশে তুলি ; মনে প্রাণে তোমাকেই চিনি!
হে দয়িত, প্রিয়তমা, অনুপমা জীবন-সঙ্গিনী।

মাস কাবার হলে

একটি আশ্চর্য সন্ধ্যা অকস্মাৎ দাঁড়াল দুয়ারে,
গ্যাসের আলোয় যেন স্পষ্ট হলো গলির আঁধার,
নাই নাই করে তবু তেতলার চিলের কোঠায়
লেগেছিল পীত রোদ, অভিমানে নিভে গেল সেও।
বকুল ছড়ালো গন্ধ নিতান্ত সে অবহেলা করে
আকাশও জোনাকি জ্বেলে ব্যংগ করে গেল বুঝি এই,
অনাহত গলিটার সরাসরি সংকীর্ণ উপরে
ধোঁয়ার হাঁসুলি দেখি সরে গেল দূরের দিগন্তে।

প্রকৃতিও স্পর্শ করে এই গলি, এই জীর্ণ মেস—
দু'জনের বাসকরা বালিখসা এ কুঠুরীতে দেখি
সন্ধ্যার আমেজ আসে। পিতলের ঘড়ার চায়েও
বকুলের গন্ধমেলে; অকৃপণ পশ্চিম আকাশ
মুঠো মুঠো সোনা এনে জমা করে মেঘের থলেতে।
মাসের প্রথম কাল। এ সোনার এক কণা পাবো?

স্ত্রীকে পত্র

তুমি ত বলেছো পূজোয় কোথাও যাবে না,
কিছুই এবার হবে না বাজার কিছুই হবে না কেনা।
বেশ কথা জানি।
ছোটর ওপরে বেশ চিঠিখানি
লিখেছ, ভাবছি, চেয়েছো স্বামীর দিকে,
আহা বেচারীর যদি কিছু বাঁচে টাকা ও সিকে!
কিন্তু আমাকে বাড়ীও যেতে কি করেছো মানা?
ঠাকুমা এখনো আছেন জীবিত—তাঁর থান একখানা,
কে জানে হয়তো এ বছরই শেষবার!
তারপর—ধরো, সারাবছরের বাসন মাজে যে তিনুর মার
খেলো মোটা শাড়ী, ছোট্ট তিনুর জামা ও ইজের;
নতুন জামাই, তাকে বা তত্ত্ব পাঠাবো কিসের?
মেয়েটা ভাববে কি, বিয়ে দিয়ে যেন বিদেয় করেছি—আহা!
তারপর কিছু ঋণ-শোধ আছে; বটুক সাহা
গয়না গড়িয়ে দিয়েছে মেয়ের বিয়েতে বাকীতে;—
তুমিই লিখেছো কিছু শুধে দিতে।
ছোট ছেলেটাকে কবার বলেছি—এবার পূজোতে
নিকার বোকার কিনে দেব বাবা, সে কথা বুঝোতে
ভাবো না কষ্ট হয়েছে অধিক কারই!
ছোট মেয়েটারও বায়না রয়েছে সিনেমা প্যাটার্ণ শাড়ী!
তারপর ধরো, তোমার জন্যে—
না, না, আর কিছু নয়, রেগো না লক্ষ্মী, হে রাজকন্যে,
সেই নাকছাবিটাকে সারিয়ে নেবার ইচ্ছা আর কি!

যদি জোটে ধনেখালি ডুরে, লালপেড়ে আর কালো পাড় কি
—কতদাম আর বলনা ?
নিজের মনকে কি করেই বা করবে এমন ছলনা !
সারা বছরের প্রবাসে জানবো এই শাড়ী
আমার স্পর্শ—তোমার অংগে রাখবে সাক্ষ্য তারই ।
এই সব ছেড়ে তুমি যা লিখেছো তাও
সাগু বার্লি ও হরলিক্স আর আয়োডেক্স আর কি কি ট্যাবলেট চাও !
আর বাড়ী যাবো আমি—ট্রেন ভাড়া তার ।
বুঝেছি এটুকু সার—
সারনাথ বলো, কাশ্মীর বলো, কুমারিকা, পুরী কাশী
যাই না লিখুক টাইম টেবিলে, ছেলেমেয়ে ঘেরা তোমাদের পাশাপাশি
সে যেন স্বর্গ, নন্দন বন, বৈজয়ন্ত হাজার গুণ,
কতদিনে যাবো তোমাদের পাশে, তোমার আকাশে হে ঠাকরুণ

প্রত্যয়

হঠাৎ কখনো যদি শরতের রেশমি বিকেলে
আকাশে পড়ন্ত রোদ আল্পনার যে ছবি খাটায়,
কিম্বা কৃষ্ণচূড়া যদি একগুচ্ছ সৌরভ পাঠায়,
একটি নরম মেয়ে বুকে যদি যায় দাগ ফেলে,—
এসব কুড়িয়ে যদি নীড় বাঁধে হৃদয়ে সংরাগ
রাঙ্‌ চিতা বেড়া-ঘেরা, মাটির প্রদীপ রোশনায়ে,
ঠোঁটে গান, বুকে প্রাণ, দিনান্তের তিক্ত ক্লান্ত পায়ে
পায়ে দলে, মুছে দিয়ে মুগ্ধ মনে জাগায় সোহাগ।

সে কি তবে মানুষের ইতিহাস নয়? সত্য নয়?
ড্যাল্‌হৌসির কারাগার জয় করে গোধূলির পর
শ্লথপ্রাণ সৈনিকের খণ্ড যুদ্ধ জয় করে শেষে
নিজের সাম্রাজ্যে এসে তাঁবু ফেলে দুদণ্ড বিশ্রাম :
—তাও যেন অভিশাপ! এ শতাব্দী রাক্ষসীর মতো
গ্রাস করে। তাকে রুখে জীবনের ওড়াবো পতাকা।

শরৎ কি লেখা লেখে

কি জন্য কি অর্থ এর—স্বপ্নকল্প এই কুহকের ?
আমার প্রত্যহ জুড়ে যে ভূগোল, তার পটভূমি
হঠাৎ বিস্তৃত করে শরতের কোন্ পরী ঝুমঝুমি
হাতে নিয়ে ভোলায় আমার মন,—টানে জের
নতুন সূর্যের আলো, মাঠেঘাটে, অরণ্যে পাহাড়ে
শরৎ কি লেখা লেখে, দৈনন্দিন সীমা যায় বেড়ে ;
নিজের দেড়হাত ঘরে সবযুদ্ধক্ষেত্র থেকে হেরে
ফিরে এসে রাজা ভাবি প্রত্যহের ঈদৃশ বাহারে ।

উদয়াস্ত এক কাজ—কালীঘাট চৌরংগীর সীমা
প্রত্যক্ষ ভূগোল জানে, তার বেশী দেখিনি কখনো !
শৈশবে কৈশোরে সেই রেখা টানা ম্যাপের মহিমা
আসন বিছিয়ে ছিল, স্বপ্নের সুরভিতে মনও
স্নিগ্ধ ছিল ! হায়রে ! সে দিকচক্র ছোট হয়ে কত
অফিস এবং ঘরের চৌকাঠেই সীমিত সতত ।

এই ভালো, এই কলকাতা

যেখানে সংগতি দেবে ছাড়পত্র, খোলা অনুমতি—
তোমার সেখানে যেয়ো—নতুন সে আলোর নগর,
লাজুক নীলিমা মেয়ে আকাশের স্নিগ্ধ হাতছানি,
অথবা গাছের ছায়া কাছে টেনে আদরে সোহাগে
তোমাদের মন ছোঁবে কল্যাণের স্বপ্ন এঁকে দিয়ে,
কিংবা সমুদ্রকন্যা কলহাস্যে শোনাবে সঙ্গীত,
পর্বতের ধ্যানে বসা মৌনভাবে, অরণ্য-মর্মরে।
তোমারা সেখানে যেয়ো, এ পূজোতে আনন্দ কুড়োতে।

এই ভালো, আমার এ কোলকাতা, ড্যালহৌসির ডাক
"দশটা-পাঁচটা করা, মাসান্তে গেরুয়া মন নিয়ে
মহাজন খুঁজে ফেরা, খোঁজ করা বাকিতে ডাক্তার।
বারোয়ারী তীর্থে তীর্থে দুর্গা আসে! মাইকের গানে?
আমারও মেয়েটি দুর্গা—বারো মাসে তেরোটা অসুখ,
শরতের রূপো রোদ? এই ভালো, এই কোলকাতা!

পৃথিবীরূপিণী

হাওয়ায় হাওয়ায় ভাঙে মনের এ সঙ্কীর্ণ কপাট,
পৃথিবীকে বোধ হয় মনোরম সুচারুহাসিনী,
একটি নারীর মতো ; আদিগন্ত ধানের হাসিতে
এলো চুল। বাতাসের বিশৃঙ্খল আদুরে দোলায়
মানুষকে কাছে টানে, স্নেহে, প্রেমে, হাতছানি দেয়।

আবার কখনো দেখি—সংস্কার ঝাঁপির ভিতর
চেতনা যে বাঁধা পড়ে, পৃথিবীকে ছোট মনে হয়।
আমি ও আমার বউ, ছেলে-মেয়ে—আমাকেই ঘেরে।
দু' বিঘে জমির মায়া বড় হলে পারি না কখনো
নিখিল বিশ্বকে চিনে মায়ালোক নিঃস্বার্থে ছাড়িতে।

কখনো মৌন কোনো বসন্তের নীলচে নিশীথে
ঘুম ভেঙে মাঝ রাতে জ্যোৎস্নাস্নিগ্ধ দিগন্তে তাকালে
পৃথিবীকে মনে হয় সদ্য-ফোটা মাধবী-মঞ্জরী
সৌরভ-সুধায় ভরা, নিখিলের কোন্ ধ্যানে তান তোলে—
দীপক কল্যাণ কোনো রাগমত্ত সুরের বাহারে।

প্রাণের চেতনা-তটে পৃথিবীর রূপ ঠাঁই পায়,
বাইরে সে মহীয়সী মায়াবিনী অথবা ধূসর,
কে তার ভূগোল খোঁজে ? আমার মনের কোণে কোণে
বিছায় সে-কুহকিনী অস্তিত্বের আশ্চর্য শিকড়।